# জাতীয় বাজেট ২০২০-২১:উপকূলীয় বাঁধ ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক সুরক্ষা

ভার্চুয়াল সেমিনার ১৩ জুন ২০২০

# জাতীয় বাজেট ২০২০-২১ "অর্থনৈতিক উত্তরণ ও ভবিষ্যৎ পথপরিক্রমা"

- **মোট বাজেটের পরিমাণঃ ৫ লাখ ৬৮ হাজার কোটি টাকা**
- **প্রস্তাবিত বাজেট জিডিপি'র ১৯ দশমিক ৯ শতাংশ**

## বাজেটের প্রধান বৈশিষ্ট

- প্রনোদনায় বরাদ্দ ১ লাখ ৩ হাজার ১১৭ কোটি টাকা
- স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ ২৯ হাজার ২৪৭ কোটি টাকা। গত বছরের চেয়ে বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে ৩ হাজার ৫১৫ কোটি টাকা।
- করোনা মোকাবেলায় ১০ হাজার কোটি টাকার থোক বরাদ্দ দিয়েছে।
- ঘাটতি ১ লাখ ৯০ হাজার কোটি টাকা (৬% জিডিপি)

বাজেট বাস্তবায়নে আর্থিক খাতের সচ্ছতাই (??) জনগনের উপকার / চাহিদা কিছুটা হলেও পূরন করতে পারে

# ঘাটতি বাজেট কী আমরা সবসময় পূরণ করতে পেরেছি?

| অর্থবছর | প্রস্তাবিত মূল বাজেট (উন্নয়ন ব্যয়) | সংশোধিত বাজেট উন্নয়ন ব্যয় | প্রস্তাবিত ও সংশোধিত উন্নয়ন বাজেটের পার্থক্য |
|---|---|---|---|
| ২০১৯-২০ | ২,১১,৬৮৩ | ২,০২,৩৪৯ | ৯,৩৩৪ |
| ২০১৮-১৯ | ১,৭৯,৬৭১ | ১,৭৩,৪৫০ | ৬,২২১ |
| ২০১৭-১৮ | ১,৫৯,৬৬৯ | ১,৫৩,৬৮৮ | ৫,৯৮১ |
| ২০১৬-১৭ | ১,১৭,০২৭ | ১,১৫,৯৯০ | ১,০৩৭ |
| ২০১৫-১৬ | ১,০২,৫৫৯ | ৯৫,৯০৮ | ৬,৬৫১ |
| ২০১৪-১৫ | ৮৬,৩৪৫ | ৮০,৪৭৬ | ৬,০০০ |

* * অভ্যন্তরীণ (রাজস্ব আদায়) ও বৈদেশিক সম্পদ সমাহারনের দুর্বলতা/ব্যর্থতা বেশিরভাগ ঘাটতি বাজেট থেকে সমন্বয় করতে হয়। ফলে দরিদ্র বান্ধব উন্নয়ন খাতের বাজেট কাট-ছাট করা হয়।

# জাতীয় বাজেটে অগ্রাধিকার বরাদ্দ উপেক্ষিত হওয়ায় উপকূলীয় এলাকায় দারিদ্র অন্য অঞ্চল থেকে আরো তীব্র হতে পারে

**ক. ঘূর্ণিঝড় আম্পানের ক্ষয়-ক্ষতি মোকাবেলায় সুনির্দিষ্ট কোন উদ্যোগ/ বরাদ্দ কিংবা প্রনোদণা দেখা যাচ্ছে না।**

**খ. গ্রামীণ অর্থনীতির কার্যক্রম অত্যন্ত স্লথ/ বন্ধ**

- ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম (অর্থনীতিতে ১৭% অবদান রাখছে )

**গ. কোভিড -১৯ এর প্রাদুর্ভাব**

- **কর্মসংস্থান নেই**
- **করোনা সংকটের ফলে তারা আরো বেশি সম্পদহানি ও ঋণগ্রস্ত**
  - মহাজনের কাছ থেকে চড়া সুদে ঋণ নিয়েছে ৬৩ শতাংশ পরিবার।
  - ৫৭ শতাংশ পরিবার খাদ্য সঙ্কটে পড়েছে।
  - ৩৯ শতাংশ পরিবারের আয় এক-চতুর্থাংশে নেমে এসেছে।
  - ১৯ শতাংশ পরিবারের আয় অর্ধেকে নেমে এসেছে।

(কোস্ট ট্রাস্টের রাপিড এলালাইসিস অন করোনা ইমপ্যাক্ট)

# সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড়ে উপকূলের ক্ষয়ক্ষতি

## কাঠামোগত ক্ষতি ( বেড়িবাঁধ /পোল্ডার)

- **সরকারি হিসাবেই ১৫০ কি.মি. এর বেশী বেড়িবাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।**
  - প্রতিদিনের জলাবদ্ধতা ও পানি বন্ধী মানুষের দুর্ভোগ বৃদ্ধি পেয়েছে।
  - লবণাক্ততা নতুন নতুন ফসলি জমি গ্রাস করেছে।
  - ২০০৯ সালে আঘা হানা আইলার ক্ষয়-ক্ষতি মেরামত না করায় কাঠামোগত ক্ষয়ক্ষতির প্রভাব আরো বাড়তে পারে ।

- **প্রাথমিক আর্থিক ক্ষতি ৪০০ কোটি টাকা (জরুরী বাঁধ মেরামতের জন্য) । প্রকৃত প্রাক্কলন আরো বাড়তে পারে।**

# সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড়ে অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতি

- সরকারি হিসাবেই আম্পানেই সর্বমোট ১১০০ কোটি টাকার ক্ষত-ক্ষতি হয়েছে।
- শুধু সাতক্ষীরায় ২,০২৭ হেক্টর জমির ১৬ হাজার ২৯৬ টন আমের ক্ষতি হয়েছে।
- সাতক্ষীরা থেকে রাজশাহী পর্যন্ত ১২ জেলাতেই শুধু আমেরই ক্ষতি হয়েছে ৩০০ কোটি টাকার।
- মাছ বা মৎস্য ঘেরের ৪০০ কোটি টাকার অধিক ক্ষতি হয়েছে।

# ঘূর্ণিঝড় আম্পানে উপকূলীয় সকল জেলার বাঁধই কম-বেশি ক্ষতিগ্রস্ত

- ❖সাতক্ষীরায় বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৫৭ কিলোমিটার
- ❖ খুলনায় বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্রায় ৩৯ কিলোমিটার।
- ❖ ভোলায় প্রায় ১৮ কিলোমিটার
- ❖ কক্সাবাজারে প্রায় ৭.৫ কিলোমিটার বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

# জাতীয় বাজেটে উপকূল সুরক্ষা বরাদ্দ সবসময়ই উপেক্ষিত

## ২০২০-২১ অর্থবছরে বাজেটে বরাদ্দ

**মোট বরাদ্দঃ ৮,০৮৯ কোটি টাকা**

- পরিচালন বরাদ্দ ১৮২০ কোটি টাকা
- উন্নয়ন বাবদ ৬,২৬৯ টি টাকা

**যা মোট বাজেট ১.৪২% এবং জিডিপি'র ০.২৫%**

** বাঁধ মেরামত ও বাঁধ নির্মান **এ দুটি খাতে** কোথায় কত বরাদ্দ তা স্পস্ট হওয়া দরকার।

# উপকূল সুরক্ষায়/ টেকসই বাঁধ নির্মাণের জন্য প্রয়োজন...!

- বর্তমান উপকূলীয় বেড়িবাঁধ/ পোল্ডারের পরিমাণ ৫৭৫৭ কিলোমিটার।
- উপকূলীয় জেলাগুলোতে ৪০-৪৫টি দূরবর্তী চর রয়েছে। যেখানে কয়েকশ কিলোমিটার বাঁধ নির্মান করা প্রয়োজন।
- আগামী ৫ মেয়াদি পরিকল্পনার টেকসই বাঁধ নির্মানের জন্য প্রতি বছর কমপক্ষে ২০,০০০ কোটি টাকার প্রয়োজন।
- ১০ বছর মেয়াদি পরিকল্পনা হলে প্রতিবছর ১২,০০০ কোটি টাকার প্রয়োজন ।

# আমরা চলতি বাজেটে প্রয়োজনীয়  বরাদ্দ দাবি জানাচ্ছি

- সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধসমূহ মেরামতের জন্য  জরুরী ভিত্তিতে ৪০০ কোটি টাকার বরাদ্দ করতে হবে ।
- দীর্ঘমেয়াদি টেকসই বেড়িবাঁধ নির্মাণে বাজেটে কমপক্ষে ১২০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে।
- উপকূলীয় জনগোষ্ঠির জন্য আশ্রয় ও আশ্রয়ণ কৌশল/ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে।

## সরকারের খরচ কমাবে জনঅংশগ্রহণ

- বাঁধ মেরারত এবং ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকবে স্থানীয় সরকার/ ইউনিয়ন পরিষদ।

- বাঁধ নির্মাণ, পরিকল্পনা ও ডিজাইনের দায়িত্বে থাকবে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।

# আমরা আলোচনা করতে পারি